আমার প্রতিবিম্বের প্রতি

কামরুজ্জামান

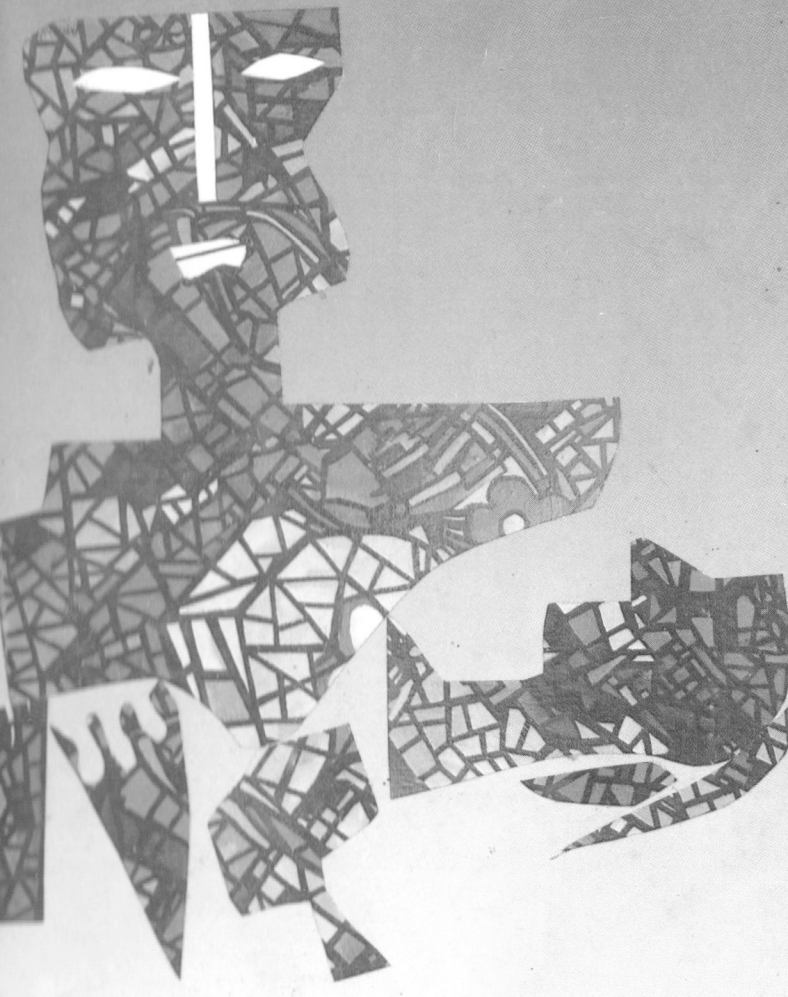

যে ক'জন তরুণ কবির কবিতা কোথাও প্রকাশ পেলে আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ি কামরুজ্জামান তাদের অন্যতম। আমার আগ্রহটা এই জন্য যে এরা এর মধ্যেই পাঠক হিসেবে আমাকে আশ্বস্ত করার মত প্রতিভার পরিচয় রেখে এসেছে।

কামরুজ্জামানের কবিতার সাথে আমার পরিচয় আমাকে ক্রমাগত উৎফুল্ল করছে। পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন আবৃত্তির উৎসবাদিতে আমি তার কবিতার নিবিষ্ট শ্রোতা। তার কবিতার উপমা যেহেতু আমার মত বয়স্ক মানুষের মধ্যেও প্রেমের অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দ্যায় সে কারণে এ ধরণের কবি প্রতিভার প্রশংসা করার যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই। কামরুজ্জামান প্রকৃত কবি স্বভাবের অধিকারী। তার রচনা এখন রসপিপাসুদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। আমি এ ধরণের কবির সমর্থন করে তৃপ্তি বোধ করি।

আল মাহমুদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

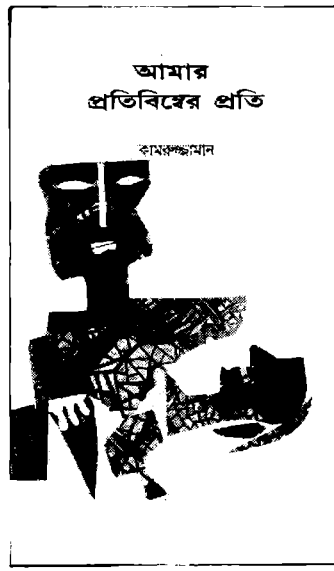

অনুরাগ প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যখন কবিতার বদলে
চলছে হিংসা আর পরনিন্দা চর্চা,
তখন আমরা যারা শুধুমাত্র
কবিতায় আস্থাশীল–
সুপার প্রিন্টার্স–এর আড্ডার
সেই সমস্ত কবি বন্ধুদের।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বৃষ্টি হোক আজ ৯
আলো অন্ধকার ১০
ড্রাই ক্লিনার্স ১১
অনন্যা হতে বলি ১২
কামারশালার গান ১৩
ভেজা শরীর ১৪
শিল্প বুঝি না ১৫
সুপার প্রিন্টার্স ১৬
তোমার পিপাসা ১৮
নতজানু ১৯
জোয়ার ভাটা ২০
কবিতার বিষয়বস্তু ২১
নগ্নতার ভাষা ২২
আমার প্রতিবিম্বের প্রতি ২৩
সমুদ্র সংগ্রামে ২৫
কালোমুখ নারী ২৬
ঢেউ ২৮

www.pathagar.com

২৯ ছুরি
৩০ টলস্টয়
৩২ জ্যোৎস্নালোকে
৩৩ বায়স্কোপ অফিস
৩৫ কালুনাথ ডোম
৩৬ পাপ
৩৭ কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি
৩৯ জাতি সংঘের দরজায়
৪১ দুঃসময়ে আছি
৪২ অলৌকিক যৌবন
৪৩ ফেরা
৪৪ শহর
৪৫ বাঁশি ওয়ালা
৪৬ ভেতরে ভাঙন
৪৭ মানুষ এবং পশু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

❒ **লেখকের অন্য বই**

ঝরণার কাছে একদিন (কবিতা)

❒ **অন্তরালে অপেক্ষায়**

রক্তজবা গোলাপ ফোটে (ছড়া)

www.pathagar.com

বৃষ্টি হোক আজ

বৃষ্টি হোক আজ, বৃষ্টি হোক
এখন বৃষ্টি হোক তুমুল বৃষ্টি,
ঝড়ে ভেঙে নিয়ে যাক
জীবনের ডালপালা সব
জীবনের কি রং, লাল না সবুজ?
যাই হোক, যাই থাকুক
ভেঙে চুড়ে নিয়ে যাক সব।
বৃষ্টি হোক আজ তুমুল বৃষ্টি
আর সপ সপ ভিজে যাও তুমি,
তোমার কোমল ওষ্ঠ যুগল–

বৃষ্টি হোক আজ সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে
টিনের চালে, ফুটপাথে, প্রেক্ষাগৃহের বারান্দায়
যেন আমাদের কথার শব্দ
আর কেউ না বুঝে, এমন ভিজে যাওয়ার শিল্প
এসো এখন তুমি আর আমি শুধু
মুখোমুখি বসি
ভয়ের কি আছে, সাহস বলে যাকে
আজ শিখে নেব সব বিদ্যুৎ চমকে চমকে।

বৃষ্টি হোক আজ তুমুল বৃষ্টি
তৃষিত ওষ্ঠ যুগল আমার,
ধারণ করুক তোমার অধর।

www.pathagar.com

আলো অন্ধকার

বিবস্ত্র লোকটি ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার থেকে
হেঁটে আসে বিভাসিত আলোর দিকে,
হেঁটে যায় কালের কালো অন্ধকারের দিকে।

আলোর ধারায় বিকশিত হলে সে–
বাতাসে দোলে তাঁর প্রতিবিম্বের ছবি।
ছিন্ন ভিন্ন শরীরের ধূসর মমীতে থাকে
পাপ, পুণ্য, খ্যাতি, সামান্য অহংকার
থাকে তার রহস্যময় সৌভাগ্য সম্ভার।

আর এই বিচিত্র দোলাচল থেকে হেঁটে এসে লোকটি,
অন্ধকার পেরিয়ে যৌবন প্রাপ্ত হতে থাকে।

www.pathagar.com

ড্রাই ক্লিনার্স

এখানে রং, রিপু, কাটা, পলিশ করা হয়–

পরিচ্ছন্ন অভিজাত জীবনের জন্য
পরিপাটি নিভাজ পোষাক।
নিপুণ বয়ন শিল্পী এক
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেলাই করে
অসতর্ক মুহূর্তের ছেঁড়া খোড়া
মোলায়েম রেশমের শাড়ী, উলের কোট।

আসলে কি সেলাই করে লোকটি
মানুষের সুখ না দুঃখ?

www.pathagar.com

অনন্যা হতে বলি

আমি তোমাকে অনন্যা হতে বলি
পরিশোধিত লৌহের মত
ইস্পাত শিল্প হতে বলি।
সবুজ বৃক্ষ চেরাই করার
নির্দয় ধারাল করাত হতে বলি–

যেন তোমাকে বৃষ্টির জল স্পর্শ না করে
আনন্দ, প্রেম, সুখ স্পর্শ না করে।
তুমি মৃত্যু, ঘৃণা, দুঃখের মধ্যে আন্দোলিত হও
সত্য শব্দের মধ্যে উচ্চারিত হও,
তুমি শতাব্দী কালের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবের প্রেরণা হও

আমি তোমাকে পুষ্পের মত অনন্যা হতে বলি
আমি তোমাকে কবিতার মত অনন্ত হতে বলি।

www.pathagar.com

কামারশালার গান

অন্ধকারে গন্‌গনে আগুনের শিখা
হাপরের বায়ুতে জীবনের উত্তাপ।
ফুলে ওঠা পেশীর ভাঁজে জীবিকা যৌবন,
রাত ভর শব্দ ভাসে ধুপ–ধাপ, ধুপ–ধাপ।
এ কোন শব্দ নয়–
ফিরে আসা প্রাচীন সংগীত
যার কোন অর্থ নেই, মুদ্রা নেই
আছে এক স্পর্শাতীত মায়াবী ইঙ্গিত।

জ্বালা মুখ থেকে তুলে এনে গলিত ইস্পাত
যেন শ্রমের বিন্দুতে গড়ে তোলা সোনার সংসার,
প্রেম ভালোবাসা হৃদয়ের অগ্নুৎপাত

অন্ধকারে গন্‌গনে আগুনের শিখা
জীবনের উত্তাপ–
রাত ভর শব্দ ভাসে ধুপ–ধাপ, ধুপ–ধাপ।
এ কোন শব্দ নয়
এ তো কামারশালার গান
বেঁচে থাকার অনন্ত সংগীত।

www.pathagar.com

ভেজা শরীর

যাবো তো অনেক দূর
হেঁটে হেঁটে যাবো–
মৌসুমী বৃষ্টিতে ভিজে যাবো।
আমার ইস্ত্রি করা সার্ট ভিজবে
পলিশ করা জুতো ভিজবে।

ভিজুক–

আমার ভেতরও কি ভিজে যাবে
আমার উত্তপ্ত হৃদয়ে কি পরবে জল?
প্রথম মৌসুমী বৃষ্টির শীতল জল।

www.pathagar.com

শিল্প বুঝি না

আমার কি স্পর্ধা প্রভু আমিও জল চাই
বলি দু'চোখে আমার জল দাও প্রভু,
মিটাই স্মৃতির তৃষ্ণা।

কি আশ্চর্য কতকাল কাঁদতে পারি না
ঝরণায় কত জল কিছুই জানি না।

নিরব নিথর থাকি–
দেখি পাথরের অপার কান্না।
অথচ হৃদয় উপচে ভরে যায় বেদনার নদী
তবে কি আমিও নদীর মতো
কান্নার শিল্প বুঝি না।

www.pathagar.com

সুপার প্রিন্টার্স

(কবিতার অপরিহার্য আড্ডার বন্ধুদের)

আমরা এভাবে বসে থাকি সুপার প্রিন্টার্সের আড্ডায়
ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন
চায়ের পর চা, সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে
নতুন কবিতা নিয়ে আলাপ করি।

কোথায় কোন দেশে মেতে উঠেছেন কোন কবি
শব্দের কারুকাজ, ছন্দের টংকার নিয়ে
কোথায় কে ভেঙে ফেলেছেন ভালবাসার মোহ
ঘৃণা দিয়ে লিখছেন প্রেমের কবিতা।
অথবা কারা জাগিয়ে তুলেছেন কবিতার বিপরীতে কবিতা–
কিংবা শৃংখল ভেঙে দিয়ে বন্দী মানুষ
শহরে শহরে মুক্তির আনন্দে
গেয়ে ফিরছে বিজয়ের গান।
বিশ্ব রাজনীতি ও ঢুকে পরে কখনো কখনো
মনে হয় আমরা যেন সবাই
হাজার বছরের নির্যাতনের ইতিহাস জানি
রমণীরা ঘুরে আসে স্বাভাবিক নিয়মে
কারো কারো অভিমত নারীরাই কবিতার অর্ধেক–
আর পাশে বিকট শব্দ তুলে চলে টেডেল মেশিন।

অনেক বিখ্যাত কবির অভ্যাসের মত
ভাল লাগে ছাপখানার শব্দ।

www.pathagar.com

আড্ডায় বসে থাকি আমরা ক'জন কবি, শিল্পী, চিত্রগ্রাহক
আমরা সবাই শিল্পের সহযাত্রী,
পাঠ করি জীবন ও সময়–

অবিরাম ঘুরতে থাকে মেশিনের চাকা
কত কিছুই ছাপা হয় প্রতিদিন
গোপন প্রশ্ন পত্র, দোকানের ক্যাশ মেমো
সংকলন, কারো বই
কখনো নিষিদ্ধ লিফলেট।

www.pathagar.com

তোমার পিপাসা

আমার প্রার্থনা হোক তোমার বিস্তার
কামজ আত্মায় ঝরে সময়ের পাপ
জলসায় বেড়ে ওঠে শরীরে উত্তাপ,
সুরা পান করে জাগে বিচিত্র সম্ভার।
এখন ফিরে যাও হে যৌনতার পাখি
আমার ভেতরে জ্বলে কামের আগুন
পৌরুষ খুঁটে খায় যে অদৃশ্য শকুন।
তবুও কি নিতে চাও রয়েছে যা বাকী?

রক্ত সংহার করে পূর্ণতা পায় প্রেম
আমিও ফেরাব কেন তোমার আকাশ,
নদীও ভাঙ্গে না জানি স্মৃতির হেরেম–
প্রিয়ার যৌবন হোক আমার বিলাস।
হৃদয় রেখেছি আমি অমৃতের বিষে,
এ জীবন কাটে সখি তোমার পিয়াসে।

www.pathagar.com

নতজানু

নতজানু হই যতটুকু পারি
তবু আরো চায় মানুষ।
যেন আরো হই–
কত আর বেঁকে যাওয়া যায় ধনুকের মত
অথচ হই আরো বিবিধ কৌশলে,
যতটুকু শিল্পীর কাছে নই।

www.pathagar.com

জোয়ার ভাটা

কখনো জোয়ারের মৃদু জ্যোছনায়
ভেসে যায় ভেসে যায় তোমার সে নাম,
মোহনার জলছত্রে স্রোতের সুনাম,
জেগে থাকো প্রতিক্ষণ জলের ধারায়।

আমি শুনবো কেবল জলের সঙ্গীত
দীর্ঘদিন জোয়ারের ব্যর্থতার নুন,
প্রাণের বিবরে ওড়ে কালের শকুন
বার বার জেগে থাকে ভয়ের ইঙ্গিত।

সুখ যদি আসে তবে আসুক এখন
উপকূলে হেঁটে হেঁটে আলোর বিভায়,
প্রতিষ্ঠার প্রান্ত খুঁজি জলের ধারায়
দু'হাতে জড়াবো তাকে করবো বরণ।

আমিও কি থেকে যাবো এই জ্যোছনায়,
ঘৃণা ও ভালবাসার জোয়ার ভাটায়।

www.pathagar.com

কবিতার বিষয়বস্তু

কবিতার কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই
প্রতারণায় তিনবার বিক্রি হওয়া
প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার
কিংবা শতাব্দীর কিংবদন্তী–
ডুবে যাওয়া প্রমোদ তরী টাইটানিক,
যার কুশলীরা
প্রভুর শক্তিকেও অবজ্ঞা করেছিল।

আর আমার সস্তা জুতো জোড়ার
খুলে যাওয়া সিনথেটিক সুখ তলি–
যা এখন প্যান্টের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি
ঢাকার অমসৃণ ব্যস্ত ফুটপাতে।

হে শয্যাশায়িনী বান্ধবী আমার
তোমার কি মৃত্যুর জন্য ভীষণ ভয়?
তবে কেন জানতে চাও–
কি ইনজেকশন দিলেন ডাক্তার
না, পৃথিবীতে বুকের ব্যথা কমার কোন ইনজেকশান নেই।
তুমি কি জান না
মৃত্যুও এখন সৌন্দর্য কবিতার।

www.pathagar.com

নগ্নতার ভাষা

আপাদমস্তক ঝলসে গেছি
ভেতরে ও বাইরে সমান
হৃদয় বলে যাকে
তারও ক্ষতি হয়েছে ভীষণ।

আবরু সরিয়ে নিয়ে, তুমি
দেখালে যা এ রাতে
বোঝালে যে কঠিন ভাষা
নিটোল দীঘির জলে
সদ্য ফোটা পদ্মকলির রহস্যের কারুকাজ
কি বোঝাতে চাও, ইশারায়
তুলে এনে লাল ফুল
বোটার ভাঁজে নাক নিয়ে শুকি
দেখি এতো ফুল নয়
অলৌকিক বেহেস্তি ফল
নিষিদ্ধ ছিল যা আদমের হাতে।

www.pathagar.com

আমার প্রতিবিম্বের প্রতি

মাঝে মাঝে ঘৃণার থু থু ছিটিয়ে দি
নিজের উপরে এখন
সময়ের কাছে পরাজিত থাকি কখনো কখনো
জীবনের অর্থ খুঁজে যৌবনের কাছে,
যতবার চুম্বন রাখি তৃষ্ণার ওষ্ঠ যুগলে
প্রার্থনার মত
ততবার তৃপ্তির প্রশ্নটুকু সরে যায় দূরে।

বিশ্বাস ভেঙে গেলে থিতিয়ে পরে রক্তের স্রোত
চূর্ণ বিচূর্ণ খসে পড়ে প্রতিবিম্বের মমি।
ফুল যেন মনে হয় আততায়ী বিস্ফোরকের রেণু,
শিল্পীর তুলি যেন হন্তারকের ছুরি
ঘা-য়ে ঘা-য়ে ফালা ফালা করে
নিজেরই আদল দেখি শতবার,
দাঁড়াই প্রশ্নের মুখোমুখি-
কতটুক মানুষ আমি, কতটা পশু।
ভালবাসা প্রেম কতটুকু ঢেলেছি প্রার্থনার
না শুধুই কেঁদেছি কেবলই সংসার সংসার?

যতবার দাঁড়াই ঘুরে নিজেরই দিকে

www.pathagar.com

চূর্ণ বিচূর্ণ ধ্বসে যায় মমি,
ততবার কুঁকড়ে যাই
নিজের ভেতরে নিজে।
কখনো ব্যর্থতার,
কখনো ঈর্ষার আগুনে পুড়ি
মুখোমুখি দাঁড়ালে শুধু
একান্ত এই নিজেরই শূন্যতায়।

www.pathagar.com

সমুদ্র সংগ্রামে

(একানব্বই'র জলোচ্ছ্বাসে নিহতদের পবিত্র আত্মার উদ্দেশে)

লোকালয় ভেসে যায় জোয়ারের জলে
ভেসে যায় মানুষের শব, অশ্রু নামে
শূন্যতায় রাত্রি বাড়ে বিষণ্ন অঞ্চলে,
বন্দরে নগরে নামে শোক জীবনের দামে।
গাঙচিল ফিরে যায় জলের উজানে,
জেলেরা ফেরে না আর এই জনপদে, তীরে।
অনন্ত বিশ্রাম আসে শিয়রে শিথানে,
যে মাঝি দিয়েছিল পাল মাস্তুলে ধীরে।

তারাও জাগেনি আর সমুদ্র সংগ্রামে,
বাতি ঘর বোঝে যারা, বোঝে না সংকেত।
চলাচল থেমে গেছে জনহীন গ্রামে,
ভেসে গেছে সবুজাভ ফসলের ক্ষেত।

আবারও জাগবে মানুষ বিপন্ন উদ্যানে,
আশা নিরাশায় আগামীর স্বপ্নের সন্ধানে।

www.pathagar.com

কালোমুখ নারী

ওদের মুখে এক ধরণের কষ্টের কালো ছাপ
ওদের চোখের নিচে কষ্টের কালো দাগ
ওদের পেটে সন্তান ধারণের গৌরব নেই,
লাথির আঘাতের কালো দাগ।
ওদের সমগ্র শরীরে নির্যাতনের দাগ,
রক্ত জমে ওঠার চিহ্ন–
তাই ওরা কালোমুখ নারী।

কালোমুখ নারীরা এখন
জীবিকার সন্ধান করে
নিশাচর পাখির মত,
সোডিয়াম বাতি হলুদ আলোর ভেতর।
সন্ধ্যার বাতাসে ছড়ায়
সস্তা প্রসাধনের মৌ মৌ সৌরভ।
রিক্সার টুংটাং শব্দ তুলে পাক খায়,
হাইকোর্ট থেকে দোয়েল চত্বর।
অস্থিমজ্জা রক্ত মাংস ঢেলে,
রাতের শহরে লেখে নিশি কাব্য
উপর তলাতে কেউ,
কেউ অন্ধকারে পার্কের বেঞ্চের উপর।
রমনার বটমূলে নপুংসকরা নাচে–

www.pathagar.com

আর মধ্যরাতে বৈঠক বসে,
রূপচর্চার ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক শিল্পের উপর।
কালোমুখ নারী জীবিকার টানে
রিক্সার টুংটাং শব্দ তুলে,
ক্রমাগত পাক খায়–
হাইকোর্ট থেকে দোয়েল চত্বর।

কেন ওরা ঢুকে পরে না
পোষাকের বেরিকেড ভেঙে,
সুগন্ধা আর বঙ্গভবনের ভেতর।

www.pathagar.com

ঢেউ

পতিতার ঘরে রাত নামে দেখ
রঙ্গ রসের ঢেউ,
সারারাত ভর মধু লোটে যারা
সকালে থাকে না কেউ।

www.pathagar.com

ছুরি

মুদ্রাস্ফীতির এই রঙিন শহরে ভয়
এখানে সেখানে উৎ পেতে আছে মৃত্যু,
ভয় ভীষণ ভয়, এই আততায়ী সময়।
ফুটপাতে, রেস্তোরাঁয়, বিপণী বিতানে,

সবুজ উদ্যানে ফুলের মেলায়।
যেন শহরময় ফুলের বদলে ফুটে আছে

বারুদ কার্তুজ, কাঁটার বদলে ছুরি।
যেন ছুরিই ঝুলে আছে এক
বিবেকের দ্বন্দ্ব ঠেলে
এক কঠিন মজবুত ইস্পাত।

www.pathagar.com

টলস্টয়

টলস্টয় এখন আপনি আমাদের
দু'এক পাতা গদ্য লিখে দিয়ে যান
আমাদের তো হাতে তেমন কোন ভাল কবিতাও নেই
যে আমরা মুহূর্তে প্রবাহ বদলে দিতে পারি
উপন্যাসের কোন চরিত্রও খুঁজে পাচ্ছি না।
আমাদের শিল্পের সংজ্ঞা লিখে দিয়ে যান

আমরা ভীষণ সংশয়ে আছি রক্তের ঝরণা শিল্প কি–না।
কিংবা লিখে দিয়ে যান সেই রেল স্টেশনের কথা
যেখানে অসহায় মানুষের মতো প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন,
তার বর্ণনাই লিখুন এই বিদ্যুৎহীন শহরে।

আমরা লণ্ঠন জ্বেলে দেব, লিখুন টলস্টয়
অবলীলায় হয়ে যেতে পারে
একটি সুন্দর উপন্যাস
আপনিতো আপনার হিরন্ময় কলমে
সত্য আর সৌন্দর্যকেই আবিষ্কার করেছেন।
এখন আপনার অযোগ্য উত্তরসূরীরা পেরেস্ত্রয়িকা প্রচার করছে
অঞ্চলে অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছে জাতিগত বিদ্বেষ।

আর চীনের অসংখ্য তরুণ
স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে চিৎকার করে তিয়েনআনমেন স্কয়ার

www.pathagar.com

রক্তে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে।
সেই অসামান্য তরুণ, যে তোপের মুখে দাঁড়িয়ে
ট্যাংক বহর থামিয়ে দিয়েছিল,
তার ভাগ্যে এখন মৃত্যুই নির্ধারিত হয়েছে।

টলস্টয় এমন একটি সাহসী তরুণকে চরিত্র করে
বিশাল ক্যানভাসে উপন্যাস লিখে দিয়ে যান
আকাশ বাতাস সবুজের আদিগন্ত সৌন্দর্য
তৃণভূমির মেষ পালকের মত চিন্তাহীন জীবন
আর পৃথিবীর তাবত মানুষের স্বাধীনতার জন্য।

www.pathagar.com

জ্যোৎস্নালোকে

(কবি আল-মাহমুদ শ্রদ্ধাস্পদেষু)

চমৎকার হাসি হেসে কালের নায়ক,
কবিতায় নেড়ে চেড়ে শব্দের আরক।
ইশারায় দুলে ওঠে গজল গায়ক,
কালের ধারায় রাখে শতাব্দী স্মারক।
মানুষের কথা কয় মাটির নিভাজে,
লাবণ্য কামনা রাখে শরীরের ভাঁজে।
অপ্সরী তরুণী এক শহর বিতানে,
সহজ হৃদয় জাগে সবুজ শিখানে।

উন্মথিত জ্যোৎস্নালোকে পোড়ে মন দেহ,
প্রেমের কবিতা তুমি, প্রাণের প্রবাহ।
স্বপ্নের পুরুষ তুমি সুখ দাও পতি,
লুটাও দু'হাতে দীপ্ত নক্ষত্রের জ্যোতি।
অমৃত সুধায় তৃপ্ত এই প্রাণলোক,
তোমার শিখরে দেহে পবিত্র আলোক।

www.pathagar.com

বায়স্কোপ অফিস

বন্দী হয়ে আছে সব সেলুলয়েড ফিতায়
কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য, জীবন যাপন
আর প্রতিদিন রঙ্গরসে গাল গল্পে দিন যায়।
দল বেঁধে রঙ্গাবতারিনীরা আসে
লম্পট স্বামী রেখে আসে কেউ
ফেলে আসে কেউ দুধের সন্তান
কেউ আসে ভেঙেচুড়ে
ছিঁড়ে দিয়ে সুখের বন্ধন।

তারা গল্প শোনায়
দম ফাটানো সব হাসির কথা
সুখের গল্প শোনায়
গল্প শুনতে শুনতে
আমাদের বেলা যায়, দুপুর গড়িয়ে বিকেল
এইসব জানা শোনা সাজানো গল্প
শুনতে শুনতে যখন আর কিছুই থাকে না এমন,
অযথা কথার ফুলঝুড়ি থামে_
আর তখন থাকেনা কিছুই গোপন
বয়সের বেমানান পোষাক-আশাক
এই সব ঠুনকো প্রসাধনে
এ জীবনের অর্থ কি?
নেই যার অন্য কোন মানে।

www.pathagar.com

আমরাও ছা'পোষা কর্মচারী
মনোযোগ তুলে নেই কাজে কর্মে
ক্যালকুলেটর হিসাব কষে লক্ষ টাকার
অবিরাম ঘোরে চেকার মেশিন
ফিল্ম সিমেন্টের কারুকাজ
ছেঁড়া-খোড়া ফিল্ম
জোড়া তালি যখন তখন-
দিনের শেষে পরন্ত বেলায়।

www.pathagar.com

কালুনাথ ডোম

(রেজাউর রহমান সবুজ ভাইয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে)

নিপুণ শিল্পী তুমি, কালুনাথ ডোম
মালির মত যত্ন করে
সোনার শরীরে ফোটাও
রক্তাক্ত মাংসের গোলাপ।
হাতুড়ি বাটালের খুটখাট শব্দ তুলে
স্কাল ওপেন কর
দেখ ব্রেইন পেইল হলো কি-না

আর ছুরিতে শান দিয়ে
চিরে ফেলো ভাইয়ের বুক
নাভি মূল থেকে কণ্ঠ অবধি
যে কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা ছিল একদিন
সে এখন আর বলে না কিছুই
পর্যবেক্ষণে মেতে ওঠো তুমি
মৃত্যুর জন্য আঘাত কতটা জোড়ালো ছিল।

তুমি সবই দেখ নেড়ে চেড়ে
অভিজ্ঞ চিত্রকরের মত
যেভাবে শিল্পী মিলিয়ে নেয়
উজ্জ্বল রংয়ের কম্বিনেশন।
বাতাসে ছড়িয়ে বাংলা মদের ঘ্রাণ
দু'হাত জড়িয়ে ধরে- মাফ করবেন স্যার
আমাকে গোলাপ ফোটাতে দিন।

ব্যথায় আমাদের ভেতর ভেঙে চুড়ে যায়
থেমে যেতে চায় রক্তের স্রোত,
তার তুমি বোঝনা কিছুই।

www.pathagar.com

পাপ

স্বেচ্ছায় সংগোপনে করি পাপ
ভয়, ভালোবাসা টেনে-টুনে রাখে কিছু
প্রবল নিষেধ ভেঙে জোয়ারের মত
বাকী টুকু করি রক্তের টানে।

www.pathagar.com

কি অদ্ভূত স্বপ্ন দেখি

কি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি তোমাকে নিয়ে আজকাল। দেখি রোলসরয়েসে চড়ে আমরা দু'জন অতিক্রম করছি কোন সমুদ্রের উপকূল। হাজার ঢেউ ভেঙে পরছে তীরে, বাতাসের বিরোধ ঠেলে উড়ে যাচ্ছে সী-গাল। কূল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য পাইন বাতাসে তাদের পাতা কাঁপছে থিরথির। এই রোমাঞ্চের ভেতর দিয়ে হয়ে যাচ্ছে সকাল, পাহাড়ের ওপার থেকে কুয়াশা ভেদ করে জাগছে সূর্য। আর নাম না জানা সহস্র পাখির শিস এইসব কত কি।

তোমার শরীর নিয়েও স্বপ্ন দেখছি। তুমি বারবার আমার দু'বাহুতে সমর্পিত হও, আমার চোখে চোখ রেখে পড়তে বলো তোমার চোখের ভাষা। আমি তার বুঝিনা কিছুই, কখনো মনে হয় ভালোবাসা বুঝি রেখেছো ধরে। কখনো মনে হয় জ্বলে আছে কামের আগুন। তোমার এমন গভীর অবলোকন আমার ভেতর পর্যন্ত বিদ্ধ করে ফেলে। আমি কামার্ত পাখির মত কেঁপে উঠি থরথর। তুমি যখন বৃষ্টির শিল্পের মত খুলে যাও, উন্মোচিত আমূল সৌন্দর্য। তোমার যুগল ভ্রুভঙ্গিতে, কোমল গ্রীবায়, নাভিমূলে জেগে ওঠে সৃষ্টির রহস্য। কোন কবি যেন তার প্রেমিকার তিলের জন্য লিখে দিয়েছিলেন শহর। না, শহর কেন তোমার এমন সৌন্দর্যের জন্য লিখে দেবো সমগ্র বাংলাদেশ। নদীর যৌবন, পাখির সংগম পাকা ধানের সোনালী সৌরভ। এইসব কত কি স্বপ্ন দেখি আজকাল।

অথচ তোমার হাজার টাকার ঋণের বোঝা, এখনো নামাতে পারিনি মাথা থেকে। যা ছিল সম্বল তাও উড়িয়ে দিয়েছি সুরার আড্ডায়। জানিনা কেন এমন অমূলক শুনেছি তোমার

www.pathagar.com

মুখে, কি লাভ এই কবিতা, কবিতা করে। বহুবার কানে বেজেছে আমার , কবিতা তো আর দেবে না এনে গ্রাস। যারা কবিতা লেখে না তারা ভরে উঠুক ধন, ধান্যে, পুষ্পে। অনেক ভেবেছি দেখে এখন আর যাবে না ফেরা পেছনের দিকে, লিউক্রেমিয়ার মত কবিতা আটকে গেছে রক্তে।

তোমার হাজার টাকার ঋণ এখন আমাকে তাড়িয়ে ফিরছে ঢাকার এই ব্যস্ত ফুটপাতে, বিপণী বিতানে, ষ্টেশনে, প্লাটফর্মে, প্রেক্ষাগৃহে, ঝুল বারান্দায় সর্বত্র সবখানে। যেন কবির সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে, মিশে যাবে ধূলায়। এইসব কত কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি আজকাল।

www.pathagar.com

জাতি সংঘের দরজায়

(বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা'র যুদ্ধ পীড়িত মানুষের উদ্দেশে)

আকাশে বাতাসে এখন কান্নার শব্দ
সারা দিন, সারা রাত শুধু কান্নার শব্দ ইথারে
বসনিয়ার যুদ্ধ পীড়িত মানুষেরা কাঁদে
আর পৃথিবীর প্রতিটি অট্টালিকায়
শোকার্ত মানুষের রোদন
তীব্র প্রতিবাদ তোলে ধ্বনি প্রতিধ্বনি।

গুলির বৃষ্টিতে আলোকিত অন্ধকার আকাশ
শহীদের খুনে ভিজে যায় মাটি
দাউ দাউ আগুনে পোড়ে ফসলের মাঠ
পোড়ে জন্মভূমি স্বর্ণ গ্রাম।

বসনিয়ার শিশুরা কাঁদে
ক্ষুধার্ত মানুষেরা কাঁদে
ধর্ষিতা রমণীরা কাঁদে
এখন এ লজ্জার ভার তারা রাখবে কোথায়?

তাদের ক্ষুধা
তাদের লজ্জা
সন্তান হারানোর বেদনা
জন্মভূমির অধিকার
জাতি সংঘের দরজায় কড়া নাড়ে

www.pathagar.com

হে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা
আমাদের অধিকার দাও
ফিরিয়ে দাও মানবতা, মানবতা

রক্তে রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি সাগর
তবু এখনো কি চলবে রক্তের উৎসব
এখনো কি জাগবে না মানবতা
এখনো কি জাগবে না ভালবাসা
আর মানুষের জন্য মানুষ।

www.pathagar.com

দুঃসময়ে আছি

দুঃসময়ে, ভীষণ দুঃসময়ে আছি আমরা এখন
কখনো কখনো মনে হয় প্রতিদিনের সংবাদ পত্র
টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দি' আকাশে বাতাসে
সমাজ ধ্বসে যায়, ভাঙছে সংসার
শব্দের ভেতর কালো ছায়া ফেলে শুয়ে থাকে
অজ্ঞাত যুবতীর লাশ।
হলুদ হতাশায় পুড়ছে যৌবন
অন্ধকার শুধু ধর্ষণ ছিনতাই
সবুজ উদ্যানে ঘুরে ফিরে আততায়ী গুপ্তঘাতক।

দুঃসময়ে, ভীষণ দুঃসময়ে আছি আমরা এখন–
প্রেম নেই,
ভালবাসা নেই,
জীবনের অর্থ নেই,
পাখির গান নেই,
চাঁদের জ্যোৎস্না নেই,
সবুজের আনন্দ নেই।
পাহাড়ের পাদদেশে রাখালের বাঁশী নেই
নতুন কোন সূর্যোদয় নেই–
প্রার্থনার সংগীত নেই
দুঃসময়ে, ভীষণ দুঃসময়ে আছি আমরা এখন

কখনো কখনো মনে হয় সমস্ত মিথ্যে খবরের সংবাদ পত্র
টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দি' আকাশে বাতাসে।

www.pathagar.com

অলৌকিক যৌবন

এই যে মানুষের বিচিত্র যৌবন
আর বরফের মত কঠিন মৃত্যু
প্রতিদিন খুলে যায় জীবনের অঙ্গবাস
পৃথিবীও সরে যায় একটু একটু করে নিজের রেখায়।

অথচ প্রতিটি মানুষই যৌবনের সংগীত ভালবাসে,
প্রার্থনায় রত হয়, হে সোনার যৌবন আমার–
আমার রক্তে দৃঢ়তা শুনতে পাচ্ছি,
মৃত্যুর মহিমান্বিত সৌন্দর্য তাও দেখতে পাচ্ছি এখন।

রহমের পানি জমাট বেঁধে আছে পাহাড়ে পাহাড়ে
নহরের তলদেশে জীবন পেয়েছে অলৌকিক শামুক,
জোয়ারের পানি আর ভাটার মৌসুম
মাটি ফুঁড়ে কিভাবে গজায় বীজে সবুজ অঙ্কুর।

কি আশ্চর্যভাবে যৌবন লুকায় ক্রমান্বয়ে কালের বিবরে
অদৃশ্য আঁধারে ঢেকে যায় লাবণ্য সৌরভ,
তবু বারবার প্রশ্ন করি, তুমি কি জেগে আছো?
হে আমার যৌবন, হে আমার রক্তের গৌরব।

www.pathagar.com

ফেরা

(সীমা কে)

সহস্র কিলোমিটার অতিক্রম কোরে
আমি দ্রুত তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি,
ভালবাসার দিকে ফিরে যাচ্ছি।

ভালবাসা কোন আবেগ উচ্ছলতা নয়
এক প্রকার কঠিন শিল্পচর্চার নাম, প্রেম
ভেঙে চুরে বিশ্বাস নির্মাণ।

আমি শিল্পচর্চার দিকে ফিরে যাচ্ছি,
বিশ্বাস নির্মাণের দিকে ফিরে যাচ্ছি।

জ্যোৎস্নার মতো জেগে ওঠা চর
দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর
শিশিরে ডুবানো আমার মুখ
সব কিছু মুছে ফেলে
একাগ্র নিমগ্নতায়
আমি দ্রুত তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি
ভালবাসার দিকে ফিরে যাচ্ছি,
শিল্পচর্চার দিকে ফিরে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

শহর

এ শহরের সাজানো সন্ধ্যায় রাস্তায়
নামে এই রূপের পসরা, এ শহর
গণিকালয়। হাঁটে ক্ষুধাতুর যুবতী,
সস্তা প্রসাধনে মেলে ধরে এ যৌবন।
শহরের রাস্তায় নামে কাল অধ্যায়,
উজ্জ্বল আলোকে চলে দর কষা-কষি।
এখনই যৌবন বিক্রির সময়,
টুং টাং শব্দে চলমান রিক্সায়-

এ শহর কালের অন্ধকারে ঘুমায়,
সারারাত ভর করুণ আর্তনাদ,
ইটের পাঁজরে লেগে ফিরে ফিরে যায়।
রঙিন বাতি জ্বলে ওঠে এই সন্ধ্যায়,
সেখানে ও আছে এক গণিকার জল,
এ শহর ঘুমায় কালের অন্ধকারে।

www.pathagar.com

বাঁশি ওয়ালা

প্রতিদিন নতুন শহরে আমি
কেমন আশ্চর্য মুদ্রাহীন হয়ে আছি
শহরে মুদ্রাস্ফীতির ভয়,
ছড়িয়ে আছে আনাচে কানাচে।

মৌসুমী হাওয়া নগরের অনুকূলে,
তবু কর্মহীন বাতাস
পরজীবি উদ্ভিদের জন্ম হয়।

আমি অস্তিত্বের অন্ধকারে
হ্যামিলিনের বাঁশি ওয়ালার সুর ধ্বনি শুনি।
আর নগর বাসীর অবাক ত্রস্ততায়,
বাঁশি ওয়ালার পথ অনুসরণ করে।

শহরে এখন দারুন মুদ্রাস্ফীতি।

www.pathagar.com

ভেতরে ভাঙন

(কবি শাহাদাত বুলবুল শ্রদ্ধাস্পদেষু)

কতদিন অবহেলায়
কতদিন অনাদরে
ভেতরে ভেতরে
অভিমানে নিজের ভিতরে নিজে,
ভেঙে গেছি কাঁচের মতন।

www.pathagar.com

মানুষ এবং পশু

আমূল বদলে যাওয়া এই ঢাকা শহর
রঙিন বাতি সার্ক ফোয়ারা
আকাশছোঁয়া এপার্টমেন্ট টাওয়ার
সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন মার্কেট
কনভেয়ার বেল্ট সিঁড়ি, ব্যস্ত ফুটপাথ
অসংখ্য নার্সিংহোম, বিউটি পার্লার
অবৈধ গর্ভপাত, উত্তরার সোসাইটি গার্ল
সুসজ্জিত রাতের হোটেল
ইত্যকার সব কিছু
কোমল পানীয়ের বিজ্ঞাপন
আর আমাদের পাল্টে যাওয়া রুচির স্বভাব
বারগার, ভেজিটেবল রোল, চিকেন বন
পিজা প্লাজা, আইসক্রিম পার্লার–

এগুলোর সব কিছুরই একটা অর্থ হতে পারে
আবার কোন কিছু না–ও হতে পারে
এমন অর্থও হতে পারে
রোডের সোডিয়াম
ছড়িয়ে দিয়েছে হলুদ হতাশা রাতের
কিংবা সার্ক ফোয়ারার আনন্দে
ভেসে যায় স্বপ্ন শহর
সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন মার্কেট

www.pathagar.com

দুর্মর আভিজাত্যের গরিমা
কনভেয়ার বেল্ট সিঁড়িতে
যেন উপরেই উঠছি কেবল
নিচে আর নামছি না কখনো
অবৈধ গর্ভপাত
তাও হতে পারে সভ্যতার স্বাভাবিক ব্যাপার

এইসব, সব কিছুরই
আরো গুরুতর কোন অর্থ হতে পারে
হতে পারে পুরোপুরি বিপরীত কোন অর্থ
হয়তো বা আমরা মানছি না এখন
আধুনিকতা আধুনিকতা বলে
মানুষ আর পশুর প্রভেদ।

www.pathagar.com

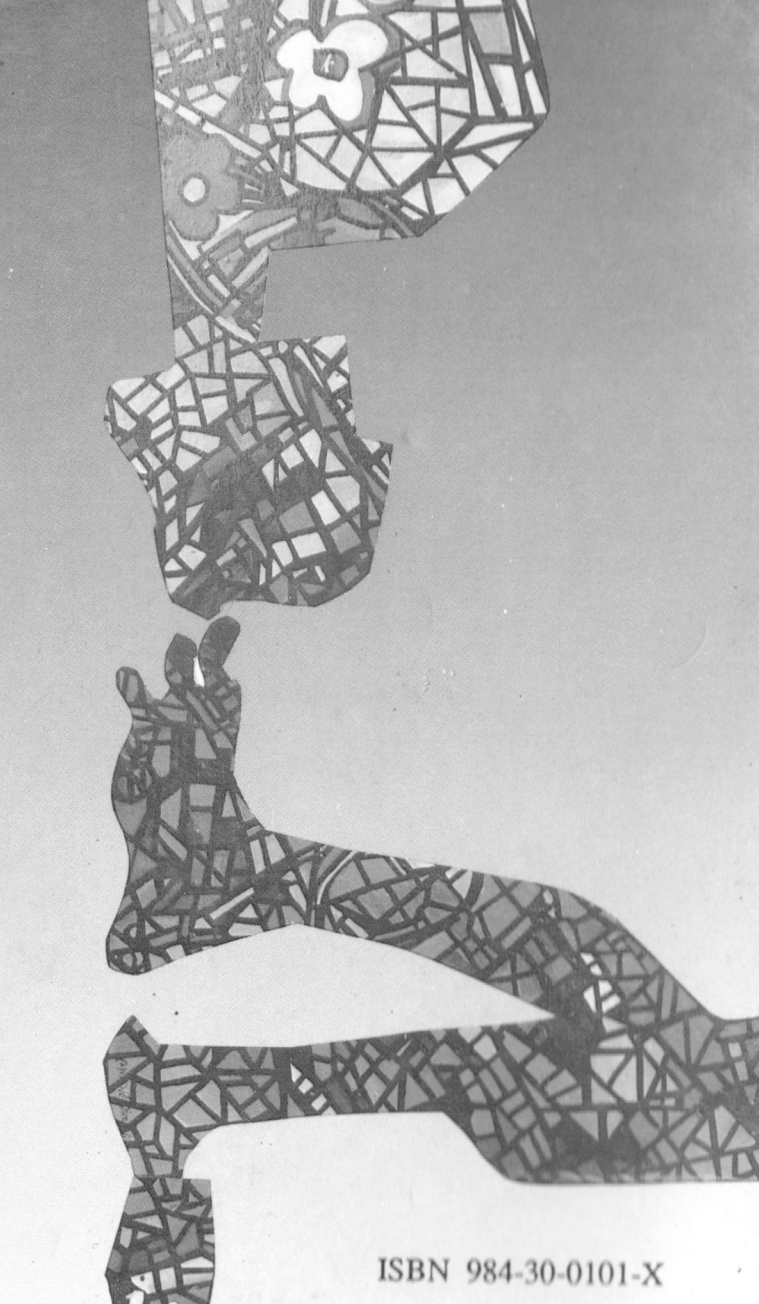

ISBN 984-30-0101-X